COMPILED & CIRCULATED BY
TUMPA JANA(ASSISTANT PROFESSOR)
DEPT. OF SANSKRIT
NARAJOLE RAJ COLLEGE

শুকনাসোপদেশ

কবি পরিচিতি

‘কাদম্বরী’ নামক প্রখ্যাত গদ্য কাব্যের রচয়িতা বাণভট্ট।ইনি ‘হর্ষচরিতম্’ গ্রন্থও রচনা করেছেন।শুকনাসোপদেশ হল কাদম্বরী গ্রন্থের অংশবিশেষ। কবি বাণভট্টের পরিচয় তার রচিত গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায় ।কাদম্বরীর ভূমিকাংশে এবং হর্ষচরিত গ্রন্থের প্রথম দুই উচ্ছ্বাসে বাণের বংশ–পরম্পরার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ইনি বাৎসায়ন গোত্রের ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিহারের প্রীতিকূট নামক স্থানে বসবাস করতেন । পিতার নাম চিত্রভানু এবং মাতা রাজ্যদেবী। শৈশব অবস্থাতেই তিনি মাতৃহারা হন। তাই পিতা মাতার ভূমিকা পালন করেন । যখন বাণভট্ট মাত্র ১৪ বছর বয়স তখনই পিতা স্বর্গবাসী হন। পিতার মৃত্যুর পর বান বন্ধুদের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন । সেই সমস্ত জায়গার বিভিন্ন বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে স্বদেশে ফিরে আসেন । তার উচ্চকটিক পান্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে অন্যান্য বিদ্বানরা ঈর্ষাপরবশ হয়ে তদানীন্তন রাজা হর্ষবর্ধনের নিকট মিথ্যা নালিশ করেন । হর্ষবর্ধন সত্যতা বিচার না করেই ভরা রাজসভায় বাণকে ডেকে ‘অয়মাসীত্ ভুজঙ্গঃ’ বলে অপমান করেন । পরে অবশ্য বাণভট্টের প্রখর বিদ্যাবত্তার পরিচয় পেয়ে হর্ষবর্ধন নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং তাকে তার রাজসভায় সভাকবি রূপে নিযুক্ত করেন । যার দরুন বাণভট্ট হর্ষচরিত নামক গ্রন্থ হর্ষবর্ধন কে অবলম্বন করে রচনা করেন ।

বাণভট্টের কাল

- কবি বাণভট্ট রাজা হর্ষবর্ধনের সভাকবি ছিলেন । অতএব তিনি হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক । হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল ৬০৬-৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দ।

- ভারত ভ্রমণকারী চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন সাং একটি শিলালেখে রাজা হর্ষবর্ধন ও কবি বাণভট্টের বর্ণনা করেছেন । এর থেকে প্রমাণিত হয় বাণভট্ট হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক ছিলেন ।
- বাণভট্ট তার নিজের গ্রন্থে বিভিন্ন কবি ও কীর্তির কথা আলোচনা করেছেন। যেমন, ভাস, কালিদাস, বাসবদত্তা, বৃহৎকথা ইত্যাদি।
- ভোজরাজও বিংশ শতাব্দীর পূর্বার্ধে সরস্বতীকন্ঠাভরণ গ্রন্থে 'যাদৃগ্ সদ্যবিধো বাণঃ পদ্মবন্ধে ন তাদৃশঃ' বলে বাণকে তার পূর্ববর্তী বলে সিদ্ধ করেন।

অতএব এইসব প্রমাণ থেকে সিদ্ধ হয় যে বানভট্ট সপ্তম শতাব্দীর পূর্বার্ধে আবির্ভূত হন।

বাণভট্টের বিভিন্ন কীর্তি

সংস্কৃত সাহিত্যে বাণভট্ট আপন কীর্তির দ্বারা যেমন যশ বিস্তার করেছেন, তেমনি সম্পূর্ণ বিশ্বসাহিত্যেও তার বিশেষ স্থান রয়েছে। তার রচিত গ্রন্থ গুলি হল-

- হর্ষচরিতম্ (আখ্যায়িকা)
- কাদম্বরী (কথা)
- চন্ডীশতকম্ (স্তুতিমূলক কাব্য)
- মুকুটতাড়িতম্(নাটক)
- পার্বতীপরিণয় (নাটক)

কাদম্বরী গ্রন্থের সামান্য পরিচয়

কবি বাণভট্টের কাদম্বরী সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যে অমর কীর্তি। এই গ্রন্থের আস্বাদন করে কোন এক কবি বলেছেন "কাদম্বরীরসজ্ঞানামাহারোঽপি ন রোচতে" অর্থাৎ কাদম্বরীর সুধারস পাঠককুলকে এমন ভাবে উন্মাদ করত যে তারা আহারের কথা ভুলে যেত। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে কাদম্বরী শব্দটির ব্যাখ্যা করা যায় -

COMPILED & CIRCULATED BY
TUMPA JANA(ASSISTANT PROFESSOR)
DEPT. OF SANSKRIT
NARAJOLE RAJ COLLEGE

- কদম্বঃ শব্দের অর্থ কলহংস ধরলে 'কদম্ব+অণ্' করে কাদম্ব এবং কাদম্ব+রু+উ প্রত্যয়ে 'কাদম্বর' শব্দে স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ করে কাদম্বরী শব্দ গঠিত হয় । এর অর্থ কাদম্বরী কাব্যের নায়িকা কলহংসবৎ রবকারিনী মুগ্ধাযুবতী গন্ধর্বরাজকন্যা কাদম্বরী ।
- অন্যভাবে 'কু' শব্দের অর্থ কুৎসিত বা নীল। কুৎসিতম্ অম্বরং যস্য সঃ- এরূপ বহুব্রীহি সমাসে 'কদম্বরঃ' হয় । 'কদম্বর' শব্দের অর্থ নীলবসনপরিহিত কৃষ্ণভ্রাতা বলরাম। কদম্বর+অণ্+ঙীপ্= কাদম্বরী অর্থাৎ নীলবসন পরিহিতা সুন্দরী।লক্ষণার দ্বারা বলরাম পত্নীকে বোঝায় ।
- কাদম্বরী শব্দের আর এক অর্থ সুরা ।কদম্ব পুষ্পবিশেষ থেকে কদম্ব+ অণ্=কাদম্বম্ অর্থাৎ কদম্বপুষ্পজাত মধু। লক্ষণার দ্বারা কদম্বজাত মধুর মত্ততা বোঝায়। এরূপ কদম্বের মত্ততা দেয় যে নারী অর্থে কাদম্ব+দা+ড+ঙীপ্ করে কাদম্বরী শব্দ গঠিত হয় । অতএব চন্দ্রাপীড়কে কাদম্বরীপানকারীর মত কাদম্বরী মত্ত করে তোলায় গ্রন্থের নাম কাদম্বরী হয়েছে ।

কাদম্বরী গ্রন্থের দুটি ভাগ-পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ।অনেকের মতে কেবল পূর্বার্ধই বাণের রচনা। উত্তরার্ধ লিখেছেন বাণভট্টের পুত্র ভূষণভট্ট। কাদম্বরীর বিষয় এভাবেই শুরু হয়েছে – রাজা শূদ্রক একদিন রাজসভায় থাকাকালীন চন্ডাল কন্যা খাঁচায় একটি শুকপাখিকে নিয়ে উপস্থিত হয়। বৈশম্পায়ন নামক এই শুকপাখি অদ্ভুত এবং মেধাবী। আর মানুষের মত তার কথা শুনে কৌতূহলবশত রাজা শূদ্রক তার বৃত্তান্ত জানতে চাইল। শুক পাখিটি বলল যে সে বিন্ধ্যারণ্যের এক বিশাল শালমলী বৃক্ষের কোটরে তার জন্ম। জন্মের পরেই মাতৃহীন হয়ে সে যখন বৃদ্ধ পিতার স্নেহে পালিত হচ্ছিল, তখন একদিন ব্যাধের তীরে তার পিতার মৃত্যু হয় ।তারপর মহর্ষি জাবালির পুত্র তাকে আশ্রমে নিয়ে আসে এবং জাবালি বলল দুষ্কর্মের ফল ভোগ করছে এই শুকপাখিটি।জাবালি বর্ণিত কাহিনীটি হল -উজ্জয়িনীর মহাপ্রতাপশালী রাজা তারাপীড় ছিলেন।তার মহিষী বিলাসবতী।পুত্রলাভের ইচ্ছায় ব্রতানুষ্ঠানকালে একদিন রাজা স্বপ্ন দেখলেন যে ,রাণীর মুখে চন্দ্র প্রবেশ করছে এবং মন্ত্রী শুকনাসও স্বপ্নে দেখলেন যে

COMPILED & CIRCULATED BY
TUMPA JANA(ASSISTANT PROFESSOR)
DEPT. OF SANSKRIT
NARAJOLE RAJ COLLEGE

তার পত্নী মনোরমার গর্ভে শ্বেতপদ্ম অর্থাৎ পুণ্ডরীক প্রবেশ করছে।তারপর বিলাসবতী ও মনোরমার গর্ভে যথাক্রমে চন্দ্রাপীড় ও বৈশম্পায়ন জন্মগ্রহণ করে।যথাসময়ে দুজনেই বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করেন।শুকনাসের উপদেশমত রাজ্যাভিষেকের পর চন্দ্রাপীড় ও বৈশম্পায়ন দিগ্বিজয় যাত্রায় নির্গত হলেন। হিমালয়ের পাদদেশে এক কিন্নর দম্পতির অনুসরণ করে চন্দ্রাপীড় অচ্ছোদ সরোবরের নিকট বীণাবাদনরতা এক সন্যাসীকে দেখেন।যার নাম মহাশ্বেতা।মহাশ্বেতা বলেন পুণ্ডরীকের সাথে তার প্রণয় ছিল।পুণ্ডরীক বিরহের আকুলতায় প্রাণত্যাগ করেন।তখন সেও প্রাণবিসর্জনে উদ্যত হলে চন্দ্রমণ্ডল থেকে আকাশবাণী হয় ,যথাসময়ে তাদের মিলন হবে।এরপর মহাশ্বেতার সখী কাদম্বরীর সাথে চন্দ্রাপীড়ের প্রথম সাক্ষাতেই উভয়ের মধ্যে প্রণয় উত্পন্ন হয়।পরে পিতার আদেশে চন্দ্রাপীড় রাজ্যে ফিরে এলেও বৈশম্পায়ন না আসায় তিনি আবার অচ্ছোদ সরোবরে এসে জানতে পারেন যে, বৈশম্পায়ন মহাশ্বেতাকে প্রণয় নিবেদন করতে গিয়ে মহাশ্বেতার অভিশাপে ভস্ম হয়ে শুকপাখিরূপে পুনর্জন্ম লাভ করে।একথা শুনে বন্ধুর বিরহে চন্দ্রাপীড়ও প্রাণত্যাগ করেন।চন্দ্রাপীড়ের বিরহে কাদম্বরীও আত্মবিসর্জনে উদ্যত হলে একইরকম চন্দ্রমণ্ডল থেকে আকাশবাণী হয় ,যথাসময়ে তাদের মিলন হবে।জাবালির মুখে এই সব বৃত্তান্ত শুনে শুকপাখিটির পূর্বপ্রেম জাগরিত হয় এবং মহাশ্বেতাকে অন্বেষণ করতে গিয়ে চণ্ডালকন্যার হাতে ধরা পড়ে এবং আপনার কাছে আমায় নিয়ে আসে।চন্ডালকন্যা তখন বলে যে আমি হচ্ছি পুণ্ডরীকের মা,শুকপাখিটি হচ্ছে পুণ্ডরীক এবং আপনি চন্দ্রাপীড়।একথা শুনে রাজা শূদ্রকের পূর্বস্মৃতি জাগরিত হয়।শূদ্রক ও শুকপাখি আপন শরীর ত্যাগ করে চন্দ্রাপীড় ও বৈশম্পায়ন হয়ে কাদম্বরী ও মহাশ্বেতার সঙ্গে মিলিত হয়।এই ভাবেই গ্রন্থের সমাপ্তি ঘটে।।